বিকল্পধারা, বিএনপি, আওয়ামী লীগ

ত্রিমুখী লড়াইয়ের জোরদার প্রস্তুতি

মোস্তফা সারোয়ার বিপ্লব

বিএনপির দুর্গ হিসেবে পরিচিত মুন্সিগঞ্জ জেলার চারটি আসনের সবকটিতেই আগামী নির্বাচনে বি. চৌধুরী তাঁর নিজ দল বিকল্পধারার প্রার্থীদের জয়ী করার জন্য পুরো জেলায় গণসংযোগ শুরু করেছেন। ইতিমধ্যে মুন্সিগঞ্জ-১ আসন থেকে মাহী বি. চৌধুরী এবং ২ ও ৩ আসন থেকে বি. চৌধুরী নিজেই প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের সঙ্গে মহাজোট হলে মুন্সিগঞ্জ-৪ আসনটি বিকল্পধারা আওয়ামী লীগকে ছেড়ে দিতে পারে। বিকল্পধারা এককভাবে নির্বাচন করলে এ আসনেও তাদের দলীয় প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বর্তমান এমপি আঃ হাইয়ের। নির্বাচন অনেক দূরে থাকলেও আওয়ামী লীগ, বিকল্পধারা ও চারদলীয় জোটের সম্ভাব্য প্রার্থীরা নিজ নিজ নির্বাচনী এলাকায় গণসংযোগ করে যাচ্ছেন। চারদলীয় জোটের মধ্যে একমাত্র বিএনপিই এ জেলায় শক্তিশালী। অপর তিন শরিক দল নামে মাত্র।

মুন্সিগঞ্জ-১ : এ আসনে মোট ভোটারের সংখ্যা ২ লাখ ৩৪ হাজার ৪৫১ জন। বর্তমান এমপি বিকল্পধারার মাহী বি. চৌধুরী। ২০০৪ সালের ৬ জুন উপনির্বাচনে মাহী বি. চৌধুরী বিএনপির প্রার্থী মোঃ মমিন আলীকে ৪৬ হাজার ১৮২ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করে

বদরুদ্দোজা চৌধুরী

শামসুল ইসলাম

একই সংসদের মেয়াদকালে দ্বিতীয়বারের মতো এমপি নির্বাচিত হন। আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রার্থী চূড়ান্ত না হলেও বিকল্পধারার প্রার্থী হিসেবে মাহী বি. চৌধুরীর নাম ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে। ১৯৭৯ থেকে ২০০১ পর্যন্ত এ আসনে এমপি নির্বাচিত হন সাবেক প্রেসিডেন্ট ও বর্তমানে বিকল্পধারার সভাপতি ডা. বদরুদ্দোজা চৌধুরী। তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর উপনির্বাচনে তার ছেলে মাহী বি. চৌধুরী বিএনপির প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন। স্থানীয় ভোটারদের অনেকের মতে, বিকল্পধারা এখনো সুসংগঠিত না হলেও চৌধুরী পরিবারের নিজস্ব ভোট ব্যাংক রয়েছে। সেই সুবাদে আগামী নির্বাচনে আবারও মাহী বি. চৌধুরীর জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বি. চৌধুরী নতুন দল করার কারণে এ এলাকার বিএনপির ভোট ব্যাংক দু'ভাগে বিভক্ত। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংকে কোনো ফাটল ধরেনি। স্থানীয় আওয়ামী কর্মীদের মতে, আগামী নির্বাচনে এ আসনে ভালো অবস্থানে রয়েছেন আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য প্রার্থী সুকুমার রঞ্জন ঘোষ। আওয়ামী লীগ কর্মীরা আরো দাবি তোলেন, বিগত উপনির্বাচনে মাহী বি. চৌধুরীর পক্ষে সুকুমার রঞ্জন ঘোষের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার ফসল হিসেবে মাহী জয়ী হন। শ্রীনগর কলেজ ছাত্রলীগের সাবেক সাংস্কৃতিক সম্পাদক ও বর্তমান ঢাকা মহানগর দক্ষিণের সাধারণ সম্পাদক গোলাম সারোয়ার কবিরের মতে, আগামী নির্বাচনে এ আসন থেকে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়ী হবেন। এর কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, এখানে বিএনপির ভোটাররা দু'ভাগে বিভক্ত। পাশাপাশি আওয়ামী লীগের রয়েছে এখানে শক্তিশালী ঘাঁটি। তাছাড়া দলের মধ্যে কোনো গ্রুপিং নেই। স্থানীয় ভোটারদের মতে, আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিকল্পধারার জোট না হলে আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ও বিকল্পধারার প্রার্থীর মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য প্রার্থী সুকুমার রঞ্জন ঘোষ একনাগাড়ে বিগত তিনটি নির্বাচনে দলীয় প্রার্থী হিসেবে অংশ নিয়েছেন। আগামী নির্বাচনে তিনি দলীয় মনোনয়ন পাচ্ছেন এ ধারণা স্থানীয় নেতা-কর্মীদের। এছাড়া সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকায় রয়েছেন বিশিষ্ট শিল্পপতি নূরুল আলম চৌধুরী। অন্যদিকে সরকারি দল প্রার্থী নির্বাচনে হিমশিম খাচ্ছে। গত উপনির্বাচনে ১৬ জন প্রার্থী দলীয় মনোনয়ন চেয়েছিলেন। সর্বশেষ বি. চৌধুরীর আস্থাভাজন শ্রীনগর থানা বিএনপির সভাপতি মমিন আলীকে

মিজানুর রহমান সিনহা

সাগুপ্তা ইয়াসমিন এমিলি

মাহী বি. চৌধুরী

দলীয় মনোনয়ন দেয়া হয়। মমিন আলীকে দলীয় মনোনয়ন দেয়ার পেছনে দলের একটি বৃহৎ স্বার্থ ছিল বলে জানা যায়। বিএনপির স্থানীয় কর্মীদের মতে, বিকল্পধারায় যোগদানের এক নম্বর তালিকায় ছিলেন মমিন আলী । পাশাপাশি বিকল্পধারার নেতা-কর্মীদের ধারণা, বিকল্পধারারকে দুর্বল করতেই বি. চৌধুরীর আস্থাভাজন মমিন আলীকে মনোনয়ন দেয় বিএনপি। বিএনপির প্রার্থী মমিন আলী ব্যাপক ভোটের ব্যবধানে পরাজয়ের ফলে আগামী নির্বাচনে তিনি দলীয় মনোনয়ন তালিকায় অনেক পেছনে রয়েছেন বলে দলীয় সূত্রে জানা গেছে। বিএনপির নীতি নির্ধারকরা চাচ্ছেন যেকোনো উপায়ে আগামী নির্বাচনে বিকল্পধারার প্রার্থীর সঙ্গে তাদের দলীয় প্রার্থীর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হোক। সে সুবাদে দলের সম্ভাব্য প্রার্থীর তালিকায় ভালো অবস্থানে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর সহকারী প্রেস সচিব মহিউদ্দিন খান মোহন এবং বিশিষ্ট শিল্পপতি এম আবদুল্লাহ। আরো রয়েছেন সাদেক হোসেন খোকার ছোট ভাই আনোয়ার হোসেন উজ্জ্বল, সফি বিক্রমপুরী ও আজিজুল হক লেবু কাজী। মহিউদ্দিন খান মোহন এবং এম আবদুল্লাহ দুজনেই মনোনয়ন প্রত্যাশায় দলীয় হাইকমান্ডের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ এবং এলাকায় গণসংযোগ করে যাচ্ছেন। অন্যদিকে একাধিক সূত্রে জানা যায়, মমিন আলী এবার দলীয় মনোনয়ন থেকে বঞ্চিত হলে তার বিকল্পধারায় চলে যাওয়ার ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

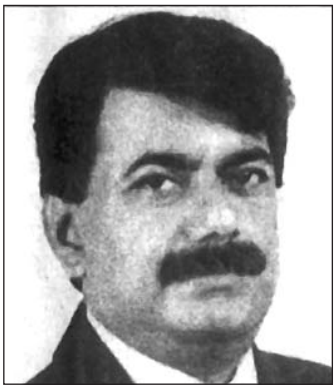

সুকুমার রঞ্জন ঘোষ

মহিউদ্দিন

মুন্সিগঞ্জ-২ : লৌহজং উপজেলার ১০টি ও সিরাজদিখান উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন নিয়ে এ নির্বাচনী এলাকা। এখানে মোট ভোটারের সংখ্যা ২ লাখ ৮ হাজার ৫১৫ জন। গত সংসদ নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী বর্তমানে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী মিজানুর রহমান সিনহা ২৪ হাজার ৮৭ ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ প্রার্থী সাগুফতা ইয়াসমিন এমিলিকে পরাজিত করেন। আগামী নির্বাচনেও তারা দু'জনই নিজ নিজ দলের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে অনেকটা নিশ্চিত। সরকার দলীয় ক্যাডারদের ধারাবাহিক সন্ত্রাসের কারণে আগামী নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থীর চেয়ে আওয়ামী লীগ প্রার্থী অনেকটা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছেন বলে জানান জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক তফাজল হোসেন। ইতিমধ্যে এ আসনে বিকল্পধারা থেকে বি. চৌধুরী নিজেকে প্রার্থী ঘোষণা করায় আওয়ামী শিবিরে নেমে এসেছে চরম হতাশা। আওয়ামী নেতা-কর্মীরা জানান, বিকল্পধারার সঙ্গে তাদের মহাজোট হলে আসনটি আওয়ামী লীগকে ছেড়ে দিতে হবে। তা না হলে আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও বিকল্পধারার মধ্যে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। বি. চৌধুরী নিয়মিত এলাকায় গণসংযোগ করে যাচ্ছেন। পিছিয়ে নেই আওয়ামী লীগ প্রার্থী এমিলি এবং বিএনপি প্রার্থী সিনহাও। আওয়ামী লীগ প্রার্থীর ঘনিষ্ঠ সূত্রে জানা যায়, তারা বিকল্পধারার প্রার্থীকে ছাড় দিতে রাজি নন। তাছাড়া দলীয় হাইকমান্ডকে বোঝানোর চেষ্টা চলছে বিকল্পধারার সঙ্গে মহাজোট না করেও এ আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী ভালো করবেন। পাশাপাশি স্থানীয় ভোটারদের অনেকের অভিমত, আওয়ামী লীগ যদি বিকল্পধারাকে সমর্থন দেয় তাহলে বিএনপি প্রার্থীর নিশ্চিত পরাজয় বরণ ছাড়া উপায় নেই। স্থানীয় অনেকের মতে, বিএনপি প্রার্থী মিজানুর রহমান সিনহার যে ক্লিন ইমেজ ছিল, এখন আর সেটা নেই। আগামী নির্বাচনে তাকে দলীয় ক্যাডার বাহিনীর অপকর্মের চরম খেসারত দিতে হবে।

মুন্সিগঞ্জ-৩ : টঙ্গীবাড়ী উপজেলার ১২টি এবং সদর উপজেলার মিরকাদিম পৌরসভাসহ ৩টি ইউনিয়ন নিয়ে এই নির্বাচনী এলাকা। এখানে মোট ভোটার সংখ্যা ১ লাখ ৯৭ হাজার ২৬৪ জন। গত নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী, বর্তমানে তথ্যমন্ত্রী শামসুল ইসলাম ৩৪ হাজার ৩৯৫ ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ প্রার্থী এসপি মাহবুবকে পরাজিত করেন। জেলার এ আসনে রয়েছে বিএনপির শক্তিশালী দুর্গ। পাশাপাশি আওয়ামী লীগে রয়েছে গ্রুপিং। বিএনপির একক প্রার্থী শামসুল ইসলাম। অন্যদিকে আওয়ামী লীগের সম্ভাব্য প্রার্থী মাহবুব ছাড়াও জেলা আওয়ামী লীগ নেতা ঢালী মোয়াজ্জেম ও সাবেক প্রতিরক্ষা সচিব ইদ্রিস আলী দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশী। স্থানীয় ভোটারদের মতে, আগামী নির্বাচনে বিএনপির শক্তিশালী প্রার্থী শামসুল ইসলামের সঙ্গে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর জোরালো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আসা সম্ভব নয়।

শামসুল ইসলাম এ জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী। বি. চৌধুরী বিএনপিতে থাকাকালীন তাদের দুজনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ছিল। আগামী নির্বাচনে এ আসন থেকেও বিকল্পধারার প্রার্থী হিসেবে বি. চৌধুরী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দিয়েছে। এবার শামসুল ইসলাম ও বি. চৌধুরীর মধ্যে তুমুল লড়াই হবে বলে স্থানীয় ভোটাররা জানিয়েছেন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে বিকল্পধারার মহাজোট না হলেও শেষ পর্যন্ত বিএনপির প্রার্থীকে ঠেকানোর জন্য আওয়ামী লীগ বি. চৌধুরীকে সমর্থন দেবে এ ধরনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় আওয়ামী নেতাদের কাছ থেকে। পাশাপাশি শামসুল ইসলাম আগামী নির্বাচনকে দলের চেয়ে নিজের প্রেস্টিজ ইস্যু বলে মনে করছেন। জেলার দুই প্রভাবশালী নেতার মধ্যে কে জয়ী হবেন তা নির্বাচনের ফলাফলের আগমুহূর্ত পর্যন্ত কোনো ভোটারই আন্দাজ করতে পারছেন না।

মুন্সিগঞ্জ-৪ : সদরের ছয়টি ও গজারিয়া উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন নিয়ে এ নির্বাচনী এলাকা। মোট ভোটারের সংখ্যা ২ লাখ ২৯ হাজার ২৬৭ জন। গত নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থী আঃ হাই ১৩ হাজার ৩৪৮ ভোটের ব্যবধানে আওয়ামী লীগ প্রার্থী মহিউদ্দিনকে পরাজিত করেন। অন্যদিকে আওয়ামী প্রার্থীর অভিযোগ ছিল, জোট সরকার তার বিজয় ছিনিয়ে নিয়েছে। তিনি অভিযোগ করেন, গোলযোগের কারণে প্রথমে তিনটি কেন্দ্রের ভোটগ্রহণ স্থগিত থাকলেও ভোটের হিসাব অনুযায়ী তিনি জয়ী হন। পরে তার বিজয়

আব্দুল হাই

মোতাহার হোসেন জাহাঙ্গীরী

হাফিজুর রহমান খান

ছিনিয়ে নেয়ার জন্য সাতটি কেন্দ্র স্থগিত করা হয়। তারপরও মহিউদ্দিন ২৭১০ ভোটে এগিয়ে ছিলেন। আইন-আদালত ঘুরে ১০ নবেম্বর সাত কেন্দ্রে পুনর্নির্বাচন ঘোষণা করা হলে তিনি ৮ নবেম্বর সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে নির্বাচন বয়কট করেন। আগামী নির্বাচনে প্রধান দুটি দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপির প্রার্থী পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে বলে দুই দলের অনেক নেতা-কর্মী স্বীকার করেছেন। বিএনপি প্রার্থী আঃ হাইয়ের ব্যাপারে এলাকায় যথেষ্ট গুঞ্জন রয়েছে, তিনি শেষ পর্যন্ত বিকল্পধারার প্রার্থী হতে পারেন। আঃ হাইয়ের রাজনৈতিক গুরু বি. চৌধুরীর সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ নিয়ে বিএনপির হাইকমান্ডও অনেকটা বিব্রত বলে একাধিক সূত্রে প্রকাশ। আঃ হাই বিকল্পধারায় চলে গেলে বিএনপি থেকে দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে সুইডেন বিএনপি শাখার সাবেক সভাপতি ও ৫২ নম্বর ওয়ার্ড কমিশনার বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক মোতাহার হোসেন জাহাঙ্গীরের। তিনি এলাকায় নিয়মিত গণসংযোগ করে যাচ্ছেন। পাশাপাশি আওয়ামী লীগ থেকে মহিউদ্দিনের মনোনয়ন অনেকটা নিশ্চিত থাকলেও তার

এম আব্দুল্লাহ

মহিউদ্দিন খান মোহন

ছোট ভাই সাবেক পৌর চেয়ারম্যান আনিসুজ্জামান আনিসও দলীয় মনোনয়ন প্রত্যাশী। বড় ভাইয়ের পাশাপাশি ছোট ভাই আনিস তার ছেলে জেলা যুবলীগ সভাপতি আক্তারুজ্জামান রাজীব এবং তার আরেক ভাতিজা সদর থানা ছাত্রলীগ সভাপতি তাপসকে সঙ্গে নিয়ে জোরালো মনোনয়ন প্রত্যাশী। ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ্বের কারণে দলীয় মনোনয়নের ব্যাপারে তরুণ শিল্পপতি হাফিজুর রহমান অনেকটা হুট করে এগিয়ে আছেন বলে তার ঘনিষ্ঠজনদের অভিমত। এ নির্বাচনী এলাকায় গজারিয়া উপজেলার লক্ষাধিক ভোটারের একমাত্র দলীয় প্রার্থী হাফিজুর রহমান খান। আঞ্চলিকতার পাশাপাশি দুই ভাইয়ের দ্বন্দ্ব সৌভাগ্য হয়ে দাঁড়ায় হাফিজুর রহমানের প্রতি। আনিস এবং হাফিজ প্রচারেও অনেকটা এগিয়ে। সদর এলাকায় আনিসের পক্ষে এবং গজারিয়ায় হাফিজুর রহমানের পক্ষে দেয়াল লিখন শোভা পাচ্ছে। জানা গেছে, ইতিমধ্যে হাফিজুর রহমান ও আনিসের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে যে তাদের দুজনের মধ্যে কেউ দলীয় মনোনয়ন পেলে একে অপরের পক্ষে কাজ করবেন। কিন্তু মহিউদ্দিনের বিরুদ্ধে তারা অনড়। গ্রুপিং এবং আঞ্চলিকতার কারণে দলীয় মনোনয়ন শেষ পর্যন্ত হাফিজুর রহমানের পক্ষে যাবে- এ ধারণা স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের। এ আসনে ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট থেকে মনির হোসেন জাহাঙ্গীর এবং ১৯৭০ ও '৭৩ সালে আওয়ামী লীগ থেকে অধ্যাপক শামসুল হুদা দলীয় মনোনয়ন পেয়ে নির্বাচিত হন। এদের দুজনের বাড়ি গজারিয়ার বাউশিয়া ইউনিয়নে। এরপর এ আসন থেকে ১৯৮৬ সালের নির্বাচন ছাড়া কোনো নির্বাচনেই আওয়ামী প্রার্থী জয়ী হতে পারেননি। সেই পুরনো ইতিহাসের সূত্র ধরেই দলীয় মনোনয়ন পাওয়ার জন্য জোর লবিং চালাচ্ছেন হাফিজুর রহমান খান।